দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 JUN 2009
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৫

তরুণকণ্ঠ ক্যাম্পাস

দরিরাম পুরের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়, পরম শ্রদ্ধেয় মানুষের নাম বলতে হলে সবাই অবশ্যই একবাক্যে বলবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম। আর দরিরামপুরবাসীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি। জাতীয় কবির স্মৃতি বিজড়িত দরিরামপুরের এই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস পরিচিতি থাকছে এই আয়োজনে-

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

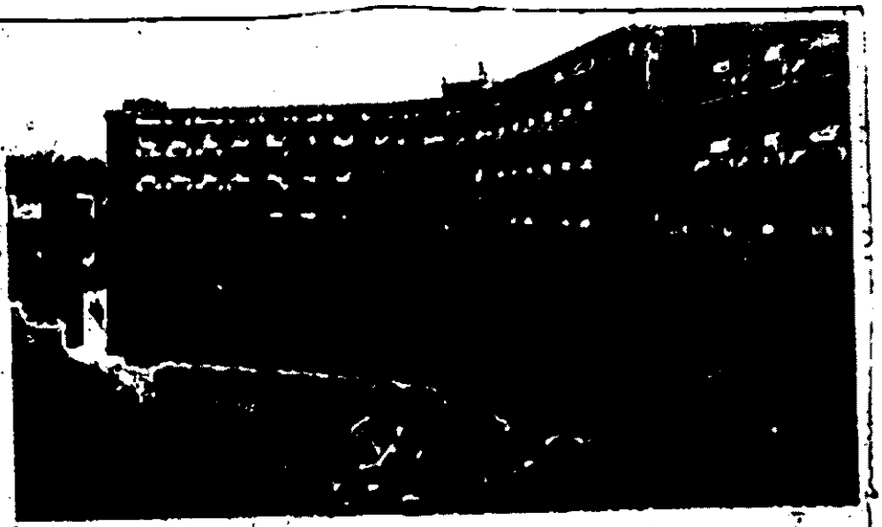

২০০৪ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে ময়মনসিংহের ত্রিশালে একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয়। এ লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইকোনোমিক কমিশন কর্তৃক একটি প্রজেক্টও গৃহীত হয়। এই প্রজেক্টের মাধ্যমেই বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী মিটিয়ে ২০০৫ সালের ১ মার্চ উদ্বোধন করা হয় এ ইউনিভার্সিটির। ৩ জুন ২০০৭, মাত্র ১৮৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ইউনিভার্সিটি তার শিক্ষা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটির শুভ যাত্রায় এর প্রথম ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে ২০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি। সবুজ শ্যামল ছায়াঘেরা এই ক্যাম্পাসে রয়েছে মনোরম পরিবেশ। সম্পূর্ণ কোলাহল মুক্তভাবে শিক্ষাগ্রহণের পরিপূর্ণ সুযোগও রয়েছে এখানে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে ৩টি অনুষদে সর্বমোট ৬টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি এবং হিসাব বিজ্ঞান। ৬টি বিভাগে সর্বমোট শিক্ষার্থী রয়েছে ৪৭৫ জন। ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা যায়, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বিভাগসমূহের সংখ্যা ৬ থেকে ২১শে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে সময় এখানে ৫০০০ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য রয়েছে দুটি হল যার মধ্যে একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের।

শুরু থেকেই এই ইউনিভার্সিটির শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীত বিষয়ক শিক্ষাদানকে এখানে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূলত এ কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি বিভাগের একটি সংগীত বিভাগ। পাশাপাশি এখানে নিয়মিত নানাধরনের সাংস্কৃতিক উৎসবেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে নজরুল জন্মজয়ন্তীতে এখানে তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজিত হয়। এই উৎসবে নজরুলের জীবনের উপর নানা গবেষণা কর্ম, তার সাহিত্য চর্চা ও সংগীত জীবন নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা করা হয়।

একদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার উজ্জ্বল সম্ভাবনা জাগানিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে নানা রকম সমস্যা। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার মাত্র প্রাথমিক পর্যায়। তারপরেও কিছু সীমাবদ্ধতা অতিসত্বর দূর করা গেলে এটা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার্থে অধিকতর সহায়ক হয়ে উঠবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত বিভাগ বৃদ্ধির সাথে সাথে একাডেমিক সুযোগ দিতে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীদের এখানে ভর্তিতে উৎসাহী করতে আরও আবাসিক হল নির্মাণ করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ শহর থেকে এর ক্যাম্পাস দূরে হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব যানবাহন না থাকায় এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারন করেছে। এর ফলে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চা ও নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে এখানে একটি অডিটোরিয়ামও প্রয়োজন। যদিও ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা গেছে খুব দ্রুতই প্রয়োজনীয় এসব অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি শিক্ষার আধুনিকায়নে সময়োপযোগী বিভিন্ন বিভাগও চালু করা হবে বলে জানা গেছে। নতুন যেসব বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত রয়েছে তার মধ্যে আছে- ফিল্ম এন্ড ড্রামা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, ফাইন আর্টস, আর্কিওলজী, সাংবাদিকতা ইত্যাদি। পরিপূর্ণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একে রূপান্তর করতে খুব দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল যেভাবে চিনিয়ে গিয়েছিলেন দরিরামপুরকে তেমনি এই দরিরামপুর থেকেই একদিন বের হবে হাজার নজরুল। এই প্রত্যয় নিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবরার হোসেন